অধ্যাপক গোলাম আযম

বিয়ে তালাক ফারায়েয

বিয়ে
তালাক
ফারায়েয

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.amarboi.org

ষষ্ঠ মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৩

বিয়ে তালাক ফারায়েয ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার ৯ম তলা, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১৭০৩৫৬২২, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৫৫২৩৮৮৪২৩। বিক্রয়কেন্দ্র : পল্টন ট্রেড সেন্টার (নিচ তলা), ৫১, ৫১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ❖ ৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার ❖ বর্ণবিন্যাস : কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ : কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

নির্ধারিত মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র

www.amarboi.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রাথমিক কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ায় মুসলিম জীবনের কোন দিক ও বিভাগই ইসলামের বাইরে নয়। ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলা যথাযথ হেদায়াত দান করেছেন। দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি এ হেদায়াত মেনে চলার উপর নির্ভর করে।

বিয়ে, তালাক ও ফারায়েয পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এ কয়টি বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি বড় বড় বিষয় হলেও সে সব ব্যাপারে এতো পূর্ণাঙ্গ বিধান দেওয়া হয়নি। ঐ সব বিষয়ে শুধু মূলনীতি ও বুনিয়াদি আইন দেওয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে বিস্তারিত আইন রচনার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের। কিন্তু পারিবারিক আইনের বেলায় ইসলাম বিস্তারিত বিধি-বিধান দিয়েছে। সে আইন এমন পূর্ণাঙ্গ যে, নতুন কোন আইন এর জন্য তৈয়ার করার দরকার পড়ে না।

যদি এমন কোন সমস্যা কোথাও দেখা দেয়, যার সমাধান ইসলামের পারিবারিক আইনে পাওয়া না যায় তাহলে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান থেকে এর সমাধান যোগাড় করতে হবে। পারিবারিক আইন রদবদল করা বা এতে নতুন কোন আইন যোগ করার কোন ইখতিয়ার কারো নেই। আল্লাহর আইনের উপর হাত দেবার অধিকার কারো থাকতে পারে না।

১৯৬১ সালে জেনারেল আইয়ূব খানের সামরিক শাসনামলে আল্লাহর দেওয়া পারিবারিক আইন সংশোধনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং যেসব সমস্যার দোহাই দিয়ে সংশোধন করা হয় এর সমাধানের পথও দেখান; কিন্তু সরকার তা গ্রহণ করেনি। এখন বাংলাদেশে ঐ আইনই চালু আছে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, পাশ্চাত্য নগ্ন-সভ্যতার ধ্বজাধারী এক শ্রেণীর মহিলা ইসলামের পারিবারিক আইনে আরও মৌলিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিয়ে তালাক ফারায়েয

www.amarboi.org

বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং রেজিস্ট্রারগণ আলিম হওয়ায় ইসলামের পারিবারিক আইন হেফাযত করার ব্যাপারে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। তারা পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক থাকলে আইয়ূব আমলের অনৈসলামী বিধানের ক্ষতি থেকে সমাজকে অনেকখানি রক্ষা করতে পারেন।

বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে সমাজে বেশ কতক কুপ্রথা ও কুসংস্কার রয়েছে, যা থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাযতে রাখতে কাযী সাহেবগণ বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের সুসংগঠিত সমিতি থাকার কারণে তারা এ বিষয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম। আমি এ পুস্তিকা এ আশা নিয়েই রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বাংলাদেশ কাযী সমিতি আল্লাহর আইনের হেফাযত ও ইসলামবিরোধী প্রথার ব্যাপারে দীনী দায়িত্ব পালন করবেন।

ফারায়েযের ব্যাপারে অবশ্য কাযী সাহেবদের বেশি কিছু করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতেও চাই না। মীরাসের মূলনীতি, ওয়ারিসদের শ্রেণীবিভাগ ও প্রচলিত কয়েকটি কুপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, যাতে সাধারণ পাঠকগণও এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সচেতন মুসলিমকে ইসলামের পারিবারিক আইন জানা ও মানার তাওফীক দান করুন এবং জনগণকে যথাসাধ্য জানাবার জন্য চেষ্টা করার হিম্মত দান করুন।

আমীন!

গোলাম আযম
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
২০ জমাদিয়ুস সানী ১৪১৩
১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২

www.amarboi.org

সূচিপত্র

পারিবারিক আইনের বিবর্তন /৭
ইসলামের পারিবারিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব /৭
আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের অভাবই আসল সমস্যা /৮
এসব সমস্যার ইসলামী সমাধান /৯
সব নাগরিকের জন্য একই রকম আইনের দাবি /১০
সব সমস্যার সমাধান আইন দিয়ে হয় না /১১
ইসলামে সহজ-সরল বিবাহ পদ্ধতি /১২
বিবাহের সুন্নাত তরীকা /১৩
বিয়ের মাসনূন খুতবা /১৪
ইজাব-কবুল /১৫
বিয়ে উপলক্ষে নসীহত /১৬
বিয়েতে প্রচলিত কতক প্রথা /১৯
বিয়ে ও পরিবারে শরীআতবিরোধী কুপ্রথা /২৩
স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার /২৫
তালাকের বিধান /২৭
এ হেদায়াত অমান্য করলে /২৯
ইদ্দতের সময়সীমা /৩০
তালাকের পর ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার অধিকার /৩০
তালাকের শরীআতসম্মত পদ্ধতি /৩০
তালাক সংক্রান্ত কুপ্রথা /৩১
তালাক তিন রকম /৩৪
বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রির গুরুত্ব /৩৪
ফারায়েয বা উত্তরাধিকার /৩৫
মীরাসের মূলনীতি /৩৫
মীরাস বণ্টনে কুপ্রথা /৩৭
আইয়ুবী পারিবারিক আইনে ইয়াতীম নাতী-নাতনীর সমস্যা /৩৮
ইসলামের পারিবারিক আইন পূর্ণাঙ্গ কেন? /৩৮
মুসলিম মা বোনদের দায়িত্ব /৪০

www.amarboi.org

পারিবারিক আইনের বিবর্তন

যখন ইংরেজ জাতি এদেশের শাসনক্ষমতা মুসলিম শাসকদের হাত থেকে কেড়ে নেয় তখন আদালত ও ফৌজদারিতে ইসলামী আইন চালু ছিলো। ৫০ বছর পর ইংরেজ শাসকরা ইসলামী আইন তুলে দিয়ে নিজেদের আইন চালু করে। কিন্তু পারিবারিক আইনের উপর তারা হাত দেয়নি। তাই বিয়ে, তালাক ও ফারায়েযের ব্যাপারে ইসলামী আইন চালু রয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের হাত থেকে মুসলিমদের হাতে আবার শাসন ক্ষমতা ফিরে এলো। ইংরেজদের তৈরি মন-মগজবিশিষ্ট মুসলিম নামধারী জেনারেল আইয়ুব খানই সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনের উপর হাত দেবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে একটি স্বাধীন দেশ-হিসেবে কায়েম হবার পর পাকিস্তান আমলের আইনই এদেশে যথারীতি চালু রয়েছে। বিবাহ, তালাক ও ফারায়েযের ব্যাপারে যেসব পরিবার ইসলামী আইন মেনে চলছে তাদের বেলায় কোন সমস্যা দেখা যায় না। কিন্তু যে পরিবারে কেউ সরকারি আইনের সুযোগ নিতে চায় সে আদালতের মাধ্যমে তার পক্ষে রায় পায়। এ অবস্থায় মুসলিম জনগণ যদি ইসলামী আইন মেনে চলে তাহলে সরকারি আইন তাদেরকে বাধা দিতে পারে না। তাই আলিম সমাজ বিশেষ করে বিয়ে ও তালাক যে কাযী সাহেবগণ রেজিস্ট্রি করেন তারা যদি ইসলামের পারিবারিক আইনকে হেফাযত করার জন্য জনগণকে সচেতন করেন তাহলে সরকারি আইনের অনিষ্ট থেকে সমাজ কতকটা হলেও রক্ষা পেতে পারে।

বর্তমানে এক শ্রেণীর মহিলারা ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে হোক অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের আগ্রহেই হোক হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সব নাগরিকের জন্য বিয়ে ও তালাকের একই রকম আইন প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে আয়োজিত এক সেমিনারে আইন মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি বানিয়ে যখন পাশ্চাত্যবাদী মহিলারা এ দাবি জানান তখন আইন মন্ত্রীকে বেশ বিব্রত মনে হলো। ইসলামী আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে আইন মন্ত্রী তাদেরকে কিছু বুঝিয়ে বলতে পারতেন।

ইসলামের পারিবারিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

আদিকাল থেকেই বিয়ে ও তালাক এবং সম্পত্তি বণ্টনের কোন না কোন নিয়ম সব মানব সমাজেই চালু রয়েছে। এ সবই মানব জীবনের এমন বাস্তব প্রয়োজন যে স্বাভাবিকভাবেই মানব সমাজকে এসব বিষয়ে কতক বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহ এসব ব্যাপারে যে

www.amarboi.org

বিধান দিয়েছে এর সাথে দুনিয়ার আর সব বিধি-বিধানের তুলনা করলে যে কোন নিরপেক্ষ লোকও ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য। এমন চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ বিধান আর কোন সমাজে পাওয়া যায় না।

ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার সাথে ইসলামের পারিবারিক আইন পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল। যারা ইসলামকে আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে জানে ও মেনে চলে তাদের কেউ ইসলামের পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে না।

কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন তুলে দিয়ে সব ধর্মের লোকের জন্য একই রকম পারিবারিক আইন রচনা করার দাবি তারাই জানাতে পারে, যারা ইসলামকে আল্লাহর দীন হিসেবে বাস্তবে মেনে চলে না। বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে এক ধরনের পুরুষদের অন্যায় আচরণের ফলে মহিলারা যে নির্যাতন ও দুঃখ ভোগ করছে সেটাকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরে তারা ইসলামের পারিবারিক আইনকেই দোষী সাব্যস্ত করছে এবং এর বদলে তাদের মর্জিমতো আইন রচনার দাবি জানাচ্ছে।

আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের অভাবই আসল সমস্যা

যে দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম নেই সে দেশে পূর্ণ ইসলামী আইন কি করে চালু হতে পারে? আর গোটা দেশ যদি ইসলামী আইন অনুযায়ী না চলে তাহলে শুধু পারিবারিক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান সঠিকভাবে চালু অসম্ভব। এ কারণেই ইসলামী পারিবারিক আইন যথাযথভাবে জারি হচ্ছে না। যেসব পরিবারের সদস্যরা ইসলাম মেনে চলছে তাদের মধ্যে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু যেসব লোক বাস্তব জীবনে ইসলাম মানে না তাদের দ্বারাই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন–

১. স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের যে দায়িত্ব ইসলাম স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে তা পালন না করা।
২. স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা, তার অধিকার না দেওয়া, অবহেলা করা, তার সাথে মর্যাদাহানীকর ব্যবহার করা।
৩. যৌতুক দাবি করা। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর মোহর, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি আদায় করা। অথচ সে স্ত্রীর কাছে যৌতুকের আকারে মোহর দাবি করছে।
৪. এক স্ত্রীকে অবহেলায় ফেলে রেখে আর এক বিয়ে করা।

www.amarboi.org

৫. নথায় কথায় রাগের মাথায় তালাক দেওয়া, এমনকি শুধু তিন তালাকই নয় বার বার তালাক উচ্চারণ করে মনের ঝাল মিটানো।

৬. তালাক দিয়ে ফেলার পর যখন এর মারাত্মক পরিণাম টের পেলো তখন আবার স্ত্রীকেই হালাল করার শয়তানী পদ্ধতি তালাশ করা।

এ জাতীয় নির্যাতনের শিকার মহিলাদেরকেই হতে হচ্ছে। কারণ তারা নানা দিক দিয়েই দুর্বল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে দুর্বলরাই সরকারের সাহায্যে সবল থাকার সুযোগ পায়। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম থাকলে ইসলামী পারিবারিক আদালতে সুবিচার পাওয়া সম্ভব হতো। আর এ সুবিচারের ব্যবস্থা থাকলে পুরুষরা ঐ ধরনের অন্যায় ও অবিচার করার সহসাই করতো না।

এসব সমস্যার ইসলামী সমাধান

দেশে আল্লাহর আইন চালু থাকলে এ সব সমস্যা এতো বেশি সৃষ্টি হতে পারতো না। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ইসলামী চরিত্রের অভাবেই এসব সমস্যা দেখা দেয়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার না থাকা সত্ত্বেও ইসলামী পারিবারিক আইন সঠিকভাবে যাতে সবাই মেনে চলে এর জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে ঐ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে নির্যাতিত মহিলারা সুবিচার সহজেই পেতে পারে।

১. প্রতিটি থানা কেন্দ্রে পারিবারিক আদালত কায়েম করে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের অধিকারী একজন বিচারক ও একজন তার সহকারী নিয়োগ করা।

২. প্রতি ইউনিয়নে মসজিদের ইমাম বা মাদরাসার শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য ও বয়স্ক আলিমকে ঐসব আদালতের পক্ষ থেকে অভিযোগকারী মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ করে আদালতে পেশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা।

৩. আদালতের পক্ষ থেকে কুরআনের বিধান অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষের একজন করে সদস্য এবং উপরিউক্ত অভিযোগ গ্রহণকারী আলিমকে আহ্বায়ক করে একটি মীমাংসা কমিটিকে অভিযোগের প্রতিকার করার দায়িত্ব দেওয়া।

৪. উক্ত মীমাংসা কমিটি ব্যর্থ হলে আদালতে স্বামী ও স্ত্রীকে হাজির করে বিচার-ফায়সালা করা।

৫. এ জাতীয় মামলায় অভিযোগকারী মহিলার কোন উকিলের প্রয়োজন নেই। মামলার জন্য মহিলাকে যাতে ফীও দিতে না হয় সে ব্যবস্থা করা।

নতুন কোন পারিবারিক আইন তৈরি করে ঐ সব সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। যৌতুকের বিরুদ্ধে আইন যৌতুক সমস্যার সামান্য সমাধানও করেনি। যৌতুকের আইনটুকু জারি করতে হলেও উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পারিবারিক আদালত গঠন করতে হবে। বিয়ে ছাড়াও যৌনক্ষুধা মেটাবার সুযোগ থাকার

www.amarboi.org

কারণেই একশ্রেণীর পুরুষ বিয়ের জন্য যৌতুক দাবি করে। বিয়ে কি শুধু মেয়েদেরই প্রয়োজন, যে তারা বাধ্য হয়ে যৌতুক দেবে? পুরুষ যদি বিয়ে ছাড়া নারী ভোগের সুযোগ না পায় তাহলে মোহর দিয়েই বিয়ে করতে বাধ্য হবে। যৌতুক দাবি করতে আর সুযোগ পাবে না।

সব নাগরিকের জন্য একই রকম আইনের দাবি

পারিবারিক ব্যাপারটি এমন আবেগময় যে, এর জন্য আইন রচনা করা সবচেয়ে জটিল। যারা নতুন করে সবার জন্য একই রকম আইন করার দাবি জানাচ্ছে তারা হয়তো বিষয়টির গভীরতা ও জটিলতা সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করেনি। যদি সরকার এ দাবি মেনে নিয়ে আইন রচনার উদ্যোগ নেয় তাহলে ঃ

১. হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতির মধ্যে যারা নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাসী তারা তাদের ধর্মীয় বিধি পরিত্যাগ করতে রাজি হবে না এবং তাদের ধর্মীয় ও পারিবারিক বিধানে হস্তক্ষেপ হিসেবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।

২. গোটা মুসলিম জাতি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং জীবন দিয়ে হলেও এ উদ্যোগ প্রতিহত করবে। কারণ এটা শরীআতের ব্যাপার। এটা ছেলেখেলা নয়। কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাতিল করে মনগড়া আইন জাতির উপর চাপিয়ে দেবার এ অপচেষ্টা কিছুতেই সফল হবে না। দেশের একজন আলিমকেও সরকার এর পক্ষে পাবে না। ইতোমধ্যেই তারা একে 'আগুন নিয়ে খেলা' বলে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ভারতের অসহায় ও নির্যাতিত মুসলিমরাও এ জাতীয় উদ্যোগ প্রত্যাহার করতে ইন্দিরা গান্ধিকে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে। কোন বুদ্ধিমান সরকারই এ ব্যাপারে জনগণের আবেগকে আঘাত দিতে সাহস করে না। ইংরেজ শাসকরা কোন জাতির পারিবারিক বিধান বাতিল করে নিজেদের আইন চালু করার সাহস করেনি। এটা একদিকে ধর্মীয় মৌলিক অধিকার, অপরদিকে পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার অধিকার।

যারা ইসলামী পারিবারিক আইন পছন্দ করেন না তাদেরকে তো সরকার এ আইন মেনে চলতে বাধ্য করে না। কারণ সরকার ইসলামী নয়। তাই তারা নিজেদের খাহেশমতো বিয়ে-শাদী করতে পারেন। যেমন দেশের নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের কন্যারা হিন্দুকে বিয়ে করেছে; অথচ কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয়। বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে মুসলিম নামধারী অধার্মিক লোকেরা তো অবাধেই ধর্মীয় বিধি-বিধান অমান্য করছে। তাই নতুন আইনের দাবিদাররা সহজেই তা করতে পারেন। কুরআন ও সুন্নাহর দেওয়া পারিবারিক আইন যারা মেনে চলতে চায় তাদেরকে এ আইন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করার কোন অধিকার তাদের নেই।

www.amarboi.org

সব সমস্যার সমাধান আইন দিয়ে হয় না

অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা ও কুপ্রবৃত্তির দরুন আমাদের দেশে পারিবারিক জীবনে যেসব সমস্যা রয়েছে এর জন্য ইসলামী বিধান দায়ী নয়; বরং ইসলামী পারিবারিক বিধান অমান্য করার কারণেই এ সব সমস্যা দেখা দেয়। ইসলাম তো অজ্ঞতা ও কুসংস্কার খতম করার জন্যই এসেছে।

এসব সমস্যা নতুন আইন করে সমাধান করা যাবে না। এর জন্য সর্বাত্মক গণশিক্ষা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

১. যৌতুক ঃ যৌতুকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন রচনা করা হয়েছে। এতে যৌতুকের প্রতাপ সামান্যও কমেনি। সরকার ও দেশের নেতারা যদি ইসলামের মূল্য বুঝাতেন এবং মুসলিম যুব সমাজের চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন তাহলে এ দশা হতো না। যৌতুক মানসিক ব্যাধি। যে যৌতুক ছাড়া বিয়ে করতে চায় না সে নিজের মেয়ে বিয়ে দেবার সময় কী করবে সে কথা কি চিন্তা করে?

যৌতুকের কুপ্রথা হিন্দু সমাজে আগে থেকেই ছিলো। মুসলমানদের মধ্যে গত ২০ বছরে এটা ব্যাপক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ আর যৌতুকের দাবিদারের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? বরং যৌতুক আরো জঘন্য। এ কারণে যে, জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জন ও তার পিতামাতার উপর এ সন্ত্রাসী হামলা করা হয়। এটা চরম অসভ্যতা ও অভদ্রতা।

কন্যাপক্ষের দুর্বলতা এই যে, মেয়ের বয়স বেশি হলে ভালো পাত্র পাওয়া যাবে না। তাই তারা যৌতুকের দাবি পূরণ করে হলেও মেয়ে পার করতে ব্যস্ত। ছেলের বয়স বেশি হলেও বিয়ের বাজারে দাম কমে না। এর প্রতিকার করতে হলে মেয়েদেরকে অর্থকরী বিদ্যা শিখে রুজি-রোজগার করতে হবে এবং যৌতুকের দাবিদাররা যেন বিয়ে না পায় সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মোহরানার অর্ধেক বিয়ের সময় পাওয়ার অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। এ অধিকার স্বীকার না করলে বিয়ে করবে না বলে মেয়েদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাতে হবে।

২. ১৮ বছর বয়সের কমে মেয়েদের বিয়ে বেআইনী। এ আইনের এক পয়সাও মূল্য নেই। এ আইন পাত্রীপক্ষকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা ছাড়া আর কোন কল্যাণ করেনি। যেহেতু ১৮ বছরের কম বয়স বললে কাযী সাহেব আইন মতো রেজিস্ট্রি করতে অক্ষম সেহেতু ১৪/১৫ বছরের মেয়ের বয়স ১৮/১৯ লিখানো হয়। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হলে এবং মেয়েরা শিক্ষিতা হলে অপরিণত বয়সে বিয়েতে রাজি হবে না। এটা আইনের ব্যাপার নয়; সামাজিক সংশোধনের বিষয়।

www.amarboi.org

৩. তালাকের বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের হাতে আইয়ুবী আইন যে হাস্যকর দায়িত্ব দিয়েছে তা একেবারেই অর্থহীন। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক হয়ে যায় চেয়ারম্যানের সাহায্য ছাড়াই। দায়িত্বহীন লোকদের তালাকের মতো গুরুগম্ভীর বিষয়কে নিয়ে খেলা করার কুপ্রথা এ আইন দ্বারা বন্ধ হতে পারে না। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের আত্মীয় ও মুরুব্বীরাই এ বিষয়ে যা করণীয় করে থাকে এবং তালাক হয়ে গিয়ে থাকলে তা বাস্তবায়ন করে। চেয়ারম্যানের কোন ভূমিকা অবান্তর।

৪. দাদা বেঁচে থাকতে বাপ মারা গেলে মৃতের সন্তানরা দাদার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না। আইয়ুবী আইন নাতি-নাতনীকে দাদার সম্পত্তির ওয়ারিস করেছে। অবশ্য এ আইন কোথাও বাস্তবে চালু হয়নি। এ আইন দ্বারা এ সমস্যার কোন সমাধান হতে পারে না। নাতিকে ওয়ারিস বানালে ইসলামের পারিবারিক আইনে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যার সমাধান ইসলাম দিয়েছে অসিয়তের মাধ্যমে। অসিয়ত পদ্ধতি আইনের মাধ্যমে চালু করা উচিত।

ইসলামে সহজ-সরল বিবাহ পদ্ধতি

বিয়ে মানুষের বাস্তব প্রয়োজন। তাই ইসলাম এর জন্য অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতি দিয়েছে, যাতে গরীবদেরও বিয়ে করা ও দেওয়া কষ্টসাধ্য না হয়।

১. বিয়ে একটি সামাজিক চুক্তি। তাই সমাজকে জানিয়ে বিয়ে হতে হবে। পাত্র ও পাত্রী গোপনে বিয়ে করলে ইসলাম অনুযায়ী বিয়ে হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

২. পাত্র ও পাত্রী উভয়ে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সামনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। স্ত্রীকে কত টাকা মোহর দেবে সে কথাও বিয়ের সময়ে ঘোষণা করতে হবে।

৩. বিয়ের মজলিসে যদি পাত্রী হাজির না থাকে তাহলে পাত্রীর ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়কে পাত্রীর প্রতিনিধি (উকীল) হয়ে পাত্রীকে পাত্রের নিকট বিয়ে দিতে পারে। অবশ্য এ প্রতিনিধিকে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে পাত্রীর নিকট থেকে ইখতিয়ার নিতে হবে। পাত্রীর প্রতিনিধি বিয়ের মজলিসে একথা জানাবে যে, অমুক অমুক দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে পাত্রীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি। আর পাত্রকে বলবে যে এতো টাকা দেনমোহর ধার্য করে অমুক পাত্রীকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম। পাত্র বলবে যে, আমি এ পাত্রীকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করলাম।

www.amarboi.org

এ পদ্ধতিটিই মুসলিম সমাজে প্রচলিত। এটা খুবই শালীন ও সুন্দর। মজলিসে পুরুষদের সামনে পাত্রীকে হাজির না করে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ের অনুমতি দেবার পদ্ধতিটি ইসলামী ঐতিহ্যের অনুকূল। পাত্রী ও পাত্র একসাথে কোর্টে হাজির হয়ে এবং কাযী অফিসে উপস্থিত হয়ে যেসব বিয়ে হয় তা সাধারণত ঐসব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, যেখানে পাত্র ও পাত্রীর অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে তারা বিয়ে করে।

যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগেই এ জাতীয় বিয়ে হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে ও পারিবারিক সমস্যায় এ জাতীয় বিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে তেমন সুখের হয় না। অনেক সময়ে এ ধরনের বিয়ে ভেঙে যেতেও দেখা যায়। আবেগতাড়িত হয়ে প্রেমের মোহে বিয়ে হয়ে যায়, কিন্তু পরে বাস্তবতার কষাঘাতে প্রেমের সুতা ছিঁড়েও যায়।

বিবাহের সুন্নাত তরীকা

রাসূল (স) বিয়ের ব্যাপারে যেসব হেদায়াত দিয়েছেন এবং যে নিয়মে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন তা অনুসরণ করাই মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

১. পাত্রী বা পাত্র নির্বাচন ঃ সাধারণত পাত্রীর বেলায় দৈহিক সৌন্দর্যকে এবং পাত্রের বেলায় আর্থিক সঙ্গতিকেই বড় করে দেখা হয়ে থাকে। বংশ ও পদমর্যাদার গুরুত্ব যথেষ্ট দেওয়া হয়। পাত্রী বাছাই করার ব্যাপারে রাসূল (স) বলেছেন, "চারটি জিনিসের জন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ে থাকে, তার মাল, বংশ, সৌন্দর্য ও দীনের জন্য। দীনদারির সাথে সাথে অন্য তিনটি জিনিসের যে ক'টাই পাওয়া যায় তা পাওয়ার চেষ্টা করা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয়। কিন্তু দীনের দিকটা অবহেলা করা মুসলিম চেতনার পরিচয় বহন করে না।

পাত্র পছন্দ করার ব্যাপারে রাসূল (স) বলেন, "যখন এমন কোন লোক তোমার নিকট বিয়ের প্রস্তব দেয়, যার দীনদারী ও চরিত্র তোমার পছন্দ হয় তখন তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তাহলে সমাজে ব্যাপক ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

২. বিয়ের খুতবা সুন্নাত। ইজাব কবুল হয়ে যাবার পর পাত্র-পাত্রীর জন্য দোয়া করাও সুন্নাত। প্রথমে খুতবা, এরপর ইজাব কবুল ও শেষে দোয়া করা উত্তম। আর ইজাব কবুলের পরও খুতবা হতে পারে। আর দোয়া তো শেষেই হয়।

www.amarboi.org

রাসূল (স) হামদ ও ছানার পর কুরআনের ৪টি আয়াত দ্বারা বিয়ের খুতবা দান শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ ৪টি আয়াত– সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াত, সূরা নিসার পয়লা আয়াত ও সূরা আহযাবের ৭০ ও ৭১ নং আয়াত। খুতবার শেষে স্বাভাবিকভাবেই দরূদ পড়তে হয়।

বিয়ের খুতবা দেবার সময় কোন কোন লোককে দেখা যায় নতুনত্ব ও চমক সৃষ্টির জন্য এ সুন্নাত খুতবার বাইরে কিছু আরবী বাক্য আওড়াতে। এমনকি ঐ আয়াত কটির বদলে অন্য সব আয়াতও পেশ করা হয়। অন্য আর যা কিছুই বলা বা পড়া হোক না কেন, রাসূল (স)-এর শেখানো ৪টি আয়াত খুতবায় পাঠ করা উচিত।

বিয়ের মাসনূন খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ـ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২, সূরা নিসা ঃ ১, সূরা আহযাব ঃ ৭০-৭১)

www.amarboi.org

ইজাব-কবুল

বিয়ে পড়াবার পূর্বে পাত্রীর ইযন নেওয়া এবং বিয়ের মজলিসে ইজাব-কবুলের সময় পাত্রীর উকীল ও বরকে যে কয়টি কথা বলতে হয় তা অতি সহজ হলেও অনেকেই তা গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই সে কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

মেয়ের ইযন বা অনুমতি চাওয়ার সময় দু'জন সাক্ষীর সামনে মেয়ের উকীল মেয়েকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ

"আমি তোমার (আব্বা, মামা, ভাই) তোমাকে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি চাই। তোমার মোহরানা এতো টাকা ধার্য হয়েছে। এর মধ্যে এতো টাকা অলংকারাদি বাবত উসুল পাওয়া গেছে। বাকি এতো টাকার অর্ধেক তুমি যখন চাইবে তখনই দেবে। আর অবশিষ্ট টাকা বিয়ে কায়েম থাকাকালে আদায় করতে থাকবে। এ বিয়েতে তুমি রাজি আছো কিনা?

পাত্রী "রাজি আছি" বললে ইযন পাওয়া গেলো। লজ্জার কারণে যদি মুখে না বলে মাথার ইশারায় সম্মতি জানায় তাহলেও চলবে।

(যদি মোহরানার কোন অংশ উসুল দেবার কথা না থাকে তাহলে ঐ অংশটুকু বাদ দিতে হবে।)

উকীল সাহেব মেয়ের সম্মতি নিয়ে সাক্ষী দু'জনসহ বিয়ের মজলিসে গিয়ে আসসালামু আলাইকুম বলে মজলিসকে জানাবেন যে, মেয়ের ইযন নিয়ে এসেছি।

যিনি বিয়ে পড়াবেন বা ইজাব-কবুল করাবেন তিনি উকীলের সাক্ষীদেরকে জেরা করে নিশ্চিত হবেন যে, মেয়ে সম্মতি দিয়েছে কিনা। এর পর পাত্রের মুরুব্বীর উপস্থিতিতে খুতবা পাঠ করা হবে। খুতবার পর উকীল সাহেব পাত্রের সামনে বসে তার হাত ধরে তাকে সম্বোধন করে বলবেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার (কন্যা, নাতনী, ভাগ্নী) অমুককে বা অমুকের মেয়ে অমুককে এতো টাকা মোহরানা ধার্য করে অমুকের পুত্র অমুক অর্থাৎ আপনার নিকট বিয়ে দিলাম। মোহরানার এতো টাকা অলংকারাদি বাবত উসুল পেলাম। মোহরানার বাকি টাকার অর্ধেক মেয়ে যখন চায় তখন আদায় করতে হবে। আপনি এ বিয়ে কবুল করলেন কিনা?

জওয়াবে পাত্র বলবে, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমি কবুল করলাম এবং এ পাত্রীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম।"

www.amarboi.org

এভাবে শরীআতমতো বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেলো। এখন নব দম্পতির জন্য দোয়া করতে হবে। দোয়াতে যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তা এই ঃ

১. আল্লাহ তাআলা যেন দু'জনের মধ্যে খাঁটি মহব্বত পয়দা করে দেন, যাতে এ বিয়ে চিরস্থায়ী হয়।

২. উভয় পক্ষের আত্মীয়দের মধ্যে যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং কোন সময় যেন তিক্ততা সৃষ্টি না হয়।

৩. এ নব দম্পতিকে যেন আল্লাহ মুসলিম স্বামী ও মুসলিমা স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন, যাতে দু'জনই বেহেশতবাসী হতে পারে এবং আখিরাতেও এ বিয়ে চিরস্থায়ী হয়।

৪. আল্লাহ এ দম্পতিকে যেন সুখী করেন এবং সুসন্তান দান করেন।

৫. মজলিসের সবাইকে যেন আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন এবং সকল গোনাহখাতা মাফ করে দেন এবং বাকি জীবনে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করেন।

বিয়ে উপলক্ষে নসীহত

বিয়েতে কাযী সাহেব বা কোন আলিমই খুতবা দিয়ে থাকেন। খুতবার পর ও দোয়ার আগে তিনি কয়েক মিনিট এমন কিছু দীনী উপদেশ দিতে পারেন, যা থেকে মজলিসে উপস্থিত সবাই উপকৃত হতে পারেন। আকর্ষণীয় ভাষায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে বললে সবাই পরিতৃপ্তিও বোধ করবে। বিয়ের মজলিসে এমন লোকও আসে, যাদের ওয়াজ-নসীহত শুনবার সুযোগই হয় না। দীনের বুনিয়াদী কথাও কারো কারো অজানা থাকতে পারে। বিয়ে উপলক্ষে তাই নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে।

১. সর্বধর্ম, সর্বজাতি ও সব মানুষের মধ্যেই বিয়ের প্রথা চালু আছে। বিয়ে মানব জাতির সবচেয়ে প্রাচীন অনুষ্ঠান এবং পরিবার প্রথম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। ইসলামে বিয়ে একটি ইবাদতও। মুসলিম জীবনে দুনিয়াদারি হিসেবে পরিচিত সব কাজই ইবাদত বলে গণ্য। ইবাদত মানে আল্লাহর দাসত্ব বা তাঁর হুকুম মেনে চলা। যে কালেমায়ে তাইয়েবা কবুল করে মুসলিম হতে হয় তাতে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা বা পদ্ধতি মেনে চলারই ওয়াদা করা হয়। দুনিয়ার যে কোন কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের ঐ তরীকা অনুযায়ী করলেই তা ইবাদতে পরিণত হয়। নবীগণ দুনিয়া ত্যাগ করার শিক্ষা দেননি, দুনিয়ার কাজকে দীনদারিতে পরিণত করার শিক্ষাই দিয়েছেন। খাঁটি মুসলিমের কোন কাজই দুনিয়াদারি নয়, সবই দীনদারি।

www.amarboi.org

২. প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দীনের ইলম হাসিল করা ফরয। দীনের সবটুকু ইলম কারো পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই যার উপর যে কাজের দায়িত্ব আসে তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো করার জন্য যতটুকু ইলম দরকার ততটুকুই ফরয। যার উপর যাকাত ফরয নয় তার উপর যাকাতের ইলমও ফরয নয়। এই মাত্র যে দু'জনের মধ্যে বিয়ে হলো তাদের উপর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে দীনের ইলম অর্জনা করা ফরয হয়ে গেলো। যদি সে ইলম হাসিল না করে তাহলে তারা মুসলিম স্বামী ও মুসলিমা স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে না। বিয়ের আগে এ ইলম তাদের উপর ফরয ছিলো না, এখন থেকে ফরয হয়ে গেলো। তারা যখন সন্তানের পিতা ও মাতা হবে তখন সন্তান লালন-পালনের ব্যাপারেও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা জানা ফরয হয়ে যাবে।

৩. রাসূল (স) যে ৪টি আয়াত বিয়ের খুতবাতে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন এর তাৎপর্যও আমাদের জানা দরকার। পয়লা আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে যে রকম ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় করো এবং মুসলিম অবস্থায় ছাড়া মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২) সত্যিকার চরিত্রবান হতে হলে আল্লাহকে সব সময় হাজির-নাযির জেনে চলা দরকার এবং অন্যায় করলে তার পাকড়াও থেকে যে রক্ষা পাওয়া যাবে না সে কথাও মনে রেখে চলতে হবে, যাতে যখনই মৃত্যু আসে মুসলিম অবস্থায় ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়। মওত যে কোন সময় আসতে পারে। সব সময় সৎভাবে চললে যখনই মৃত্যু হয় মুসলিম অবস্থায়ই হবে আশা করা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, "হে মানুষ তোমরা একই আদি পিতামাতার সন্তান। যে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছ থেকে হক দাবি করো তার নাফরমানী থেকে বেঁচে চলো। আর আত্মীয়-স্বজনের হক যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখো।" (সূরা নিসা ঃ ১)

এভাবে বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের কথা বর ও কনে পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো।

তৃতীয় আয়াতে আবার আল্লাহকে ভয় করে চলার জন্য তাকীদ দিয়ে সব সময় সত্য ও হক কথা বলার হুকুম করা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ নেক হবার তাওফীক দেবেন ও গোনাহ মাফ করবেন। (সূরা আহযাব ঃ ৭০)

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলার মধ্যেই যে সত্যিকার সাফল্য রয়েছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। (সূরা আহযাব ঃ ৭১)

www.amarboi.org

৪. সময় পাওয়া গেলে সব শেষে সূরা রূমের ২০ নং আয়াতও আলোচনা করলে ভালো হয়।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে পয়দা করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে সুখ-শান্তি পেতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব (ভালোবাসা) ও রহমত (একে অপরের প্রতি দয়া) পয়দা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগে পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে যেসব বিয়ে হয়, পরে আকর্ষণের মধ্যে ভাঁটা পড়লে সে বিয়ে ভেঙেও যেতে পারে। উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের যোগাযোগের মাধ্যমে শরীআত মোতাবেক যে বিয়ে হয় তাতে নবদম্পতির মধ্যে ভালোবাসার এক পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে দু'ধরনের সম্পর্ক কায়েম করে দেন ঃ

১. তাদের মধ্যে 'মাওয়াদ্দাত' পয়দা করেন। এর অর্থ হলো বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, হৃদ্যতা। তাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের মতো নয়, বা হুকুমকর্তা ও হুকুমের দাসের মতো নয়। তারা একে অপরের বন্ধু। স্ত্রীর চেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও দরদি বন্ধু আর কেউ হতে পারে না। তাকে বন্ধুর মর্যাদা দিলে সত্যিকার ভালোবাসা গভীর হয়। সব বিষয়ে তার পরামর্শ নিলে বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব পালনে তার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং তার নিজের উপর আস্থা জন্মে।

২. তাদের মধ্যে একে অপরের জন্য নিঃস্বার্থ দরদ পয়দা করে দেন, যাতে তাদের কেউ নিজের অধিকার অপরজন থেকে আদায় করার ধান্দা না করে অপরকে খুশি ও সুখী করার চেষ্টা করতে থাকে। বিশেষকরে শেষ বয়সে দু'জনই দু'জনের দয়ার কাঙ্গাল হতে বাধ্য হয়। এ দয়া আল্লাহ তাআলারই মহান দান।

৫. স্বামী ও স্ত্রী যদি আল্লাহর দেওয়া ঐ দুটো দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, সত্যিকার মুসলিম দম্পতি হিসেবে এবং কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী জীবন যাপন করে তাহলে তাদের বিয়ের বন্ধন আখিরাতেও স্থায়ী থাকবে। তারা বেহেশতেও রাজা-রাণীর মর্যাদা ভোগ করবে এবং হুর ও গেলমান তাদের খিদমত করতে থাকবে।

www.amarboi.org

আট শ্রেণীর বেহেশত রয়েছে। দু'জনই যদি বেহেশতবাসী হয় এবং একজন উপরের শ্রেণীতে ও অপরজন নিচের শ্রেণীতে থাকে তাহলে নিচের জনকে প্রমোশন দিয়ে উপরের শ্রেণীতে নিয়ে তাদেরকে একসাথে থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এভাবে বিবাহের এ মহা বন্ধন আখিরাতেও চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা, একের প্রতি অপরের দরদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তা একথাই প্রমাণ করে যে, এটা আল্লাহ তাআলারই নিদর্শন। নইলে যাদের মধ্যে পূর্বে কোন সম্পর্কই ছিলো না, আল্লাহর দেওয়া শরীআত অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর আর সব সম্পর্কের চাইতে এ দু'জনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ কেমন করে হতে পারে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এটা করতে পারে না।

বিয়েতে প্রচলিত কতক প্রথা

প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন ব্যাপারে কতক প্রথা চালু হয়ে যায় এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। ইসলাম বিয়েকে সহজ সুন্দর করার জন্য যে ব্যবস্থা দিয়েছে এর অতিরিক্ত সমাজের প্রচলিত প্রথা থাকতে পারে। এতে শরীআতের কোন আপত্তি নেই, যদি তা শরীআতবিরোধী না হয়। রাসূল (স) জাহেলী যুগের সকল প্রথাই নিষিদ্ধ করেননি। যা শরীআতবিরোধী শুধু তাই তিনি সমাজ থেকে উৎখাত করেছেন। আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রথাগুলোকে এ নীতি অনুযায়ী বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

১. বিয়ের ঘটকালি

কনে ও বরপক্ষের মধ্যে যোগাযোগের দায়িত্ব পালনকেই ঘটকালি বলে। বিবাহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজে দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজটি যদি বিনা স্বার্থে করা হয় তাহলে এটা বড়ই নেক ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু এটাকে যদি কেউ পেশা বানিয়ে নেয় তাহলেই দোষের কারণ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পেশাদার ঘটক দু'পক্ষ থেকেই টাকা-পয়সা পাওয়ার জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে। কোন রকমে বিয়েটা ঘটাতে পারলেই তার আয় হবে বলে সে দু'পক্ষের কথাই অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরতে পারে। যার পরিণামে বিয়ের পর আসল সত্য ধরা পড়লে ভয়ানক তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে। তাই পেশাদার ঘটককে বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়। অবশ্য শরীআতসম্মতভাবে করা হলে এ পেশা নাজায়েয নয়।

www.amarboi.org

২. বিয়ের আগে পাত্র ও পাত্রীর সাক্ষাৎ

রাসূল (স) এ সাক্ষাতের পরামর্শ দিয়েছেন। বিয়ের কথাবার্তা দু'পক্ষের মধ্যে চলার পর আর সব দিক দিয়ে বিয়েতে উভয়পক্ষ সম্মত হলেও পাত্র ও পাত্রী একে অপরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখে নেওয়াই ভালো। সারা জীবনের যে সাথী হবে তাকে বিয়ের পর হঠাৎ দেখে অপছন্দ হয়ে গেলে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণেই দেখার জন্য রাসূল (স) পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এ সাক্ষাৎ পাত্রীর মুরুব্বীদের উপস্থিতিতেই হতে হবে। এ সাক্ষাতে কথাবার্তা বলে একে অপরকে জানার চেষ্টা করাতেও দোষ নেই।

অবশ্য কোন পাত্র যদি তার মা, বোন, ভাবী ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমে পাত্রী সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কারণে নিজে দেখার দরকার মনে না করে তাহলে আলাদা কথা। তেমনি পাত্রী যদি তার পিতা, ভাই ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মাধ্যমে পাত্র সম্বন্ধে জেনে পছন্দ করে তাহলে সেও না দেখেই রাজি হতে পারে।

আজকাল ফটো সহজেই যোগাড় করা যায় বলে বিয়ের কথাবার্তা অগ্রসর হবার আগেই পাত্র ও পাত্রীর ফটো বিনিময় হতে পারে, যাতে প্রাথমিক ধারণা হয়ে যায় এবং কতকটা নিশ্চিত হয়েই এগিয়ে যাওয়া যায়।

বিয়ের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অবাধ মেলামেশার ও গোপন সাক্ষাতের কোন অনুমতি শরীআত দেয় না। কারণ শয়তান তাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচনা অবশ্যই দেবে।

৩. পানচিনির অনুষ্ঠান

বিয়ের কথাবার্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উভয়পক্ষ বিয়ের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পাত্রীপক্ষের বাড়িতে পাত্রপক্ষের লোকজন বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করার জন্য আসে। বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে এটাই উভয়পক্ষের চূড়ান্ত বৈঠক। পাত্রপক্ষ সাধারণত এ বৈঠকে আসবার সময় মিষ্টান্ন নিয়ে আসে। পান আনা হয়তো জরুরি নয়। কিন্তু মিষ্টি অবশ্যই আনতে হয়। এ অনুষ্ঠানকেই 'পানচিনি' নাম দেওয়া হয়েছে।

পাত্রপক্ষের মহিলারা এ উপলক্ষে আসে এবং বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দিন, তারিখ, সময়সহ যাবতীয় সিদ্ধান্ত হবার পর পাত্রীকে আংটি পরাবার রেওয়াজও আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এ উপলক্ষে পাত্রকেও নিয়ে আসে, যাতে ইজাব কবুল করে শরীআতমতো বিয়েটা সমাধা করা যায়। বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান ধার্যকৃত তারিখেই হয়। কিন্তু বিয়ের বন্ধনটা এভাবে সেরে নেওয়া হয়।

www.amarboi.org

অবশ্য একথা ঠিক যে, বিয়ের মাহফিলের দিন উভয়পক্ষের মেহমানদের উপস্থিতিতে বিয়ে পড়ানো, খুতবা দেওয়া ও দোয়া করা হলে বেশি সুন্দর হয়।

পানচিনির অনুষ্ঠানে বিয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও তথ্য যা বিয়ে রেজিস্ট্রি করার সময় কাযী সাহেবকে রেজিস্ট্রি বইয়ের কলামে লিখতে হয় তা সবই উভয়পক্ষের সম্মতিতে লিখিত আকারে তৈরি করা দরকার। এ লিখিত দলিলে উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলদের দস্তখত নিয়ে এর দু'কপি দু'পক্ষের কাছে রাখলে কোন জটিলতার আশঙ্কা থাকে না।

এসব বিষয় ও তথ্য এ অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত করা না হলে বিয়ের মজলিসে তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং বিয়ের সুন্দর পরিবেশ বিনষ্ট হতে দেখা যায়। এ তথ্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

ক. মোহরানা ঃ মোট কত টাকা, অলংকার ইত্যাদি বাবদ কোন অংক উসুল বলে লেখা হবে কিনা, মোহরের অর্ধেক স্ত্রী যখন চায় দিতে হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বিয়ে কায়েম থাকাকালে আদায় করতে থাকবে বলে স্পষ্ট কথায় লিখা দরকার।

খ. স্ত্রীর খোরপোষ ঃ কোন নির্দিষ্ট অংকও লেখা যেতে পারে বা ভদ্রোচিত লেখলেও চলে।

গ. পাত্রীর বয়স ঃ ১৮ বছরের কম হলে কাযী সাহেব বিয়ে রেজিস্ট্রি করতে পারবেন না বলে ঐ দলীলে ১৮ বা এর বেশি বলে উল্লেখ করতে হবে।

ঘ. স্ত্রীর তালাকের ক্ষমতা ঃ শরীআত পুরুষকে তালাকের ইখতিয়ার দিয়েছে, স্ত্রীকে দেয়নি। অবশ্য স্ত্রী শরীআতমতো গঠিত আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তালাক দাবি করলে আদালত তালাকের নির্দেশ দিতে পারবে। কিন্তু স্ত্রীর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। আমাদের দেশে শরয়ী আদালত নেই। এর বদলে আইনে অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর নাম হলো তালাকে তাফবীয। বিয়ের সময় স্বামী যদি স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজের উপর নিজেই তালাক দিতে পারবে তাহলে এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্ত্রী তালাক দিতে পারবে। এরই নাম তালাকে তাফবীয।

বিয়ে রেজিস্ট্রি করার সময় কাযী সাহেবকে এ সম্পর্কে অবশ্যই লিখতে হয় যে, তালাকে তাফবীযের ক্ষমতা স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে কিনা। আগেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকলে বিয়ের মজলিসে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এমনও দেখা যায় যে, এ বিষয়ে যখন কাযী সাহেব জিজ্ঞেস করেন তখন বলে

www.amarboi.org

দেওয়া হয় যে, "শরীআতমতো হবে"। এ কথা শুনে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বলে যদি লেখা হয় তাহলে চলবে না। স্ত্রীকে তালাক দেবার ক্ষমতা পাত্র দিচ্ছে কিনা তা পাত্রকে স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে হবে, তা না হলে কাযী সাহেব শরীআতের নিকট দোষী সাব্যস্ত হবেন। পানচিনির অনুষ্ঠানে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীলে লেখা হলে কাযী সাহেবকে আর জিজ্ঞেস করার ঝামেলা পোহাতে হবে না। বিষয়টা শরীআতের বিধান বলেই এতো কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

পাত্র বা পাত্রপক্ষ কোন কোন সময় এ ক্ষমতা স্ত্রীকে দিতে আপত্তি করেন, এ আপত্তি করা উচিত নয়। কারণ দেশের আইন অনুযায়ী এ ক্ষমতা স্ত্রীকে দিয়ে দেওয়াই নিরাপদ। তা ছাড়া স্ত্রী তো জোর করে দাম্পত্য বন্ধনে আটকে রাখার মতো জিনিস নয়। যে স্ত্রী খুশি মনে থাকতে চায় না এমন স্ত্রী স্বামীর কাম্য হতে পারে না। তাই তালাকের ক্ষমতা তাকে দিতে দ্বিধা করা অর্থহীন।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে স্ত্রীকে তালাক দেবার ক্ষমতা দিলেও স্বামীর, ক্ষমতা বহালই থাকে। স্বামীর তালাকের ক্ষমতা কোন অবস্থায়ই বাতিল হতে পারে না।

চ. বিয়ে বাড়িতে বরকে গেটে আটকে টাকা আদায় ঃ এটা কনে পক্ষের কিশোর-কিশোরীদের একটা ফুর্তির ব্যাপার। কিন্তু কোন কোন সময় টাকার অংক নিয়ে বাড়াবাড়ি করে খুশির পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলে। বরকে এবং তার সাথে বরযাত্রীদেরকে বেশি সময় এভাবে আটকে রাখলে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই পানচিনির অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের মুরুব্বীরা গেট আটককারীদেরকে দেবার জন্য টাকার অংকটা নির্দিষ্ট করে দেয়াই ভালো। অবশ্য এটা দলীলে লেখার বিষয় নয়। পাত্রপক্ষ যথাসময়ে গেটে হাজির থেকে ঐ টাকা দেবার পর বরকে ঘেরাও থেকে ছাড়িয়ে নেবেন।

৪. বিয়ের দু'একদিন পূর্বে হলুদ অনুষ্ঠান

পাত্র ও পাত্রীর গায়ে হলুদ মেখে গোসল করাবার পরে মেহেদি দ্বারা পাত্রের হাত ও পাত্রীর হাত-পা রঙিন করা হয়। এতে দূষণীয় কিছু নেই। হলুদ মাখাবার সময় আত্মীয় স্বজনদেরকেও দাওয়াত করা হয়। তারাও ফুর্তি করার জন্য যার সাথে যার ঠাট্টা চলে তারা একে অপরের মুখে হলুদ মাখিয়ে আনন্দ-উৎসব করে থাকে। যদি পুরুষরা পুরুষদেরকে এবং মহিলারা মহিলাদেরকে হলুদ মাখায় তাহলে শরীআতের কোন আপত্তি নেই।

www.amarboi.org

৫. পাত্র ও পাত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ

বিয়ের মজলিস সমাপ্ত হবার পর অন্দরমহলে বরকে নিয়ে কনের পাশে বসিয়ে প্রথমে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে কনের দাদী-নানী সম্পর্কীয় মুরুব্বীরা বরকে অভ্যর্থনা করে এবং কনেকে বরের হাতে সামাজিকভাবে তুলে দেয়। বরের শালী সম্পর্কের ছোট মেয়েরা বিভিন্ন চতুর পদ্ধতিতে বরকে বোকা বানাবার চেষ্টাও করে থাকে। এভাবে এ অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে হালকা আনন্দ উপভোগ করা হয়।

বিয়ে ও পরিবারে শরীআতবিরোধী কুপ্রথা

১. বিয়ে উপলক্ষে যত অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে এর সব কয়টিতেই একটি কুপ্রথা দেখা যায়, যা ইসলামের বিধি অনুযায়ী হারাম। সেটা হলো নারী ও পুরুষের অবাধ দেখার সুযোগ। যাদের সাথে যাদের দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি আল্লাহ ও রাসূল দেননি তাদের পারস্পরিক মেলামেশার ও দেখার সুযোগ থাকা উচিত নয়। মুসলিম সমাজে ইসলামের বিধি-বিধান ও মূল্যবোধ বাস্তবে কমই চালু আছে। তবু বিয়ের মূল পর্বটি শরীআতমতোই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই অন্তত বিয়ের অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের কুপ্রথাটি যাতে দূর করা যায় সে চেষ্টা করা কর্তব্য।

২. বিয়ে পড়াবার আগে মেয়ের ইযন বা সম্মতি নেবার জন্য উকিল দরকার হয়। এমন কোন পুরুষের উপর এ শরয়ী দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যে কনের মুহাররাম নয়। যাদের সাথে এ মেয়ের বিয়ে হারাম শুধু তাদের উপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করা কর্তব্য। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, এমনকি পাত্রপক্ষের লোককে "উকিল বাপ" বানানো হয়ে থাকে। এ কুপ্রথা অত্যন্ত মারাত্মক।

এর কুফলের উদাহরণ এমনও আছে যে, মেয়ের উকিল-বাপের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক হয়ে গেছে। এ ধরনের উকিলকে বর ও কনে উকিল বাপ হিসেবে মান্য করে। উকিল বাপও বাপের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মেলামেশার সুযোগ পায়।

মেয়ের উকিল ও উকিলের দুজন সাক্ষী মেয়ের মুহাররামদের মধ্য থেকেই হওয়া উচিত। ইযন নেবার সময় কনে লজ্জায় ঘোমটা দিয়ে থাকে। তার সম্মতি নেবার জন্য কনের আওয়াজ শুনতে হয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাই মেয়ের আওয়াজ চিনতে সক্ষম।

www.amarboi.org

কোথাও কোথাও পাত্র পক্ষ থেকে উকিলের একজন সাক্ষী নেবার দাবি পর্যন্ত জানানো হয় –এটা খুবই আপত্তিকর। পাত্র নিজেই হাজির আছে। বিয়ের মজলিসে পাত্রী হাজির নেই বলেই পাত্রীর পক্ষ থেকে উকিল ও দুজন সাক্ষীকে হাজির হতে হয়। পাত্র পক্ষ থেকে কোন সাক্ষীর প্রশ্নই উঠে না।

পাত্রীর উকিল হবার জন্য তার পিতাই উপযোগী। তিনি তার মেয়েকে বরের কাছে বিয়ে দিচ্ছেন। মেয়ের দাদা, নানা, আপন মামা, আপন চাচা, আপন ভাই প্রমুখ থাকলে এর বাইরে থেকে উকিল ও সাক্ষী না বানানোই উচিত।

৩. পাত্র পক্ষ থেকে পাত্রী পক্ষের নিকট টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র দাবি করা ঃ দৈহিক দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলা সঙ্গত কারণেই পুরুষকে নারীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষকে রাষ্ট্র ও সমাজের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সম্ভবই হতো না, যদি পারিবারিক অনেক দায়িত্ব নারী পালন না করতো। নারীকেই সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার নয়, উপলব্ধি করার বিষয়। বাইরের কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়িতে পুরুষের মানসিক ও দৈহিক শান্তি নারীর কারণেই সম্ভব হয়। সঙ্গত কারণেই স্ত্রীকে স্বামীর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই নারীর মধ্যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে।

পুরুষের সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করার ব্যবস্থা আছে। বাড়িতে বিশ্রামের সুযোগ তো অবশ্যই আছে। কিন্তু পারিবারিক জীবনে নারীর কোন ছুটি নেই। স্বামী বাড়িতে থাকলে স্ত্রীদের ব্যস্ততা আরো বাড়ে। সন্তানাদির ঝামেলা, রান্না-বান্না ও বাড়ির বহু রকমের কাজে স্ত্রীদের সদা ব্যস্ত থাকতে হয়। এর জন্য তাকে বেতনভাতা দেওয়ার দরকার হয় না। স্ত্রী অবৈতনিক সার্বক্ষণিক কর্মী। কিন্তু এর মূল্যায়ন করা হয় না। স্বামী ৮/১০ ঘণ্টা বাইরে কাজ করেই মহাব্যস্ত ও ক্লান্ত। স্ত্রী রাতদিন খেটেও যেন বেকার ও নিষ্কর্মা। এ অবস্থায় পাত্রপক্ষ থেকে টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র দাবি করা অত্যন্ত অন্যায়।

www.amarboi.org

স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার

যে আল্লাহ নারী ও পুরুষকে পয়দা করেছেন তিনি নিরপেক্ষ। তিনি পুরুষ বা নারী করো প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি সত্যিকার সুবিচারক। তাই বিয়ে ও পারিবারিক ব্যাপারে আল্লাহ পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ঃ

ক. স্ত্রীর মোহরের অধিকার ঃ স্ত্রী বিনা বেতনে সার্বক্ষণিক যে দায়িত্ব নিচ্ছে তা পালন করতে গিয়ে যাতে নিজের একান্ত প্রয়োজনে স্বামীর কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে না হয় সে জন্য শরীআত স্ত্রীকে এ অধিকার দিয়েছে যে, স্বামীর ঘরে যাবার আগেই সে মোহরের অর্ধেক দাবি করতে পারে। এটা ভিক্ষা নয়, অধিকার। এটা স্বামীর দয়া নয়, কর্তব্য।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আজকাল কতক স্বামীই স্ত্রীর কাছ থেকে উল্টা মোহর দাবি করছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামী স্ত্রীর নামে মোহরানা দেবার ওয়াদা করছে মাত্র, নগদ তো দিচ্ছেই না, পরেও দেবে কিনা অনিশ্চিত। কিন্তু স্বামী যা চাচ্ছে তা নগদ দিতে হয়।

মেয়ের পিতামাতা আজীবন মেয়েকে লালন-পালন করে স্বামীর হাতে তুলে দিচ্ছে। আদরের মেয়ের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য পিতামাতা সাধ্যমতো সব কিছুই দেয়। স্বামীর পক্ষ থেকে কিছু দাবি করা চরম অসভ্যতা, অভদ্রতা ও ছোটলোকী কারবার। এটা মেয়ের পিতা হওয়ার জরিমানা আদায় করার মতো বর্বর আচরণ। মেয়েকে বিয়ে করে যেন কত বড় দয়া করা হলো। এটা জঘন্য ডাকাতি ও ঘৃণ্য সন্ত্রাস। কোন আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ স্ত্রীর পিতামাতার নিকট যৌতুক দাবি করতে পারে না। এমন লোক ভিক্ষুকের চেয়েও অধম।

খ. স্বামীর পরিবারের যাবতীয় খরচ স্বামীকেই যোগাড় করতে হবে। এ বিষয়ে ইসলাম স্ত্রীর উপর কোন বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। স্ত্রী যদি নিজের চেষ্টায় কোন আয় করে তাতে স্বামীর কোন অধিকার নেই। সন্তানদের জন্য খরচ করার দায়িত্ব পিতার। শরীআত মাকে খরচ করতে বাধ্য করে না। সে যদি নিজের আয় থেকে সন্তানদের জন্য খরচ করে তাহলে তা দয়ার দান বলে গণ্য হবে।

৪. স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকারের দোহাই দিয়ে স্বামীর প্রতি অবহেলা ঃ আধুনিকতার রোগগ্রস্ত একশ্রেণীর স্ত্রী পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা করে

www.amarboi.org

স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয় এবং স্বামীর সেবা ও সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব চাকর-চাকরানীর উপর ন্যস্ত করে। শরীআত স্ত্রীর উপর যেসব কাজের বোঝা চাপায়নি তার দায়িত্ব নিয়ে পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা করা রীতিমতো যুলুম। সন্তানের জন্য চাকর-চাকরানী মায়ের বিকল্প হতে পারে না। স্বামীর জন্যও তারা স্ত্রীর বিকল্প নয়। দুনিয়ার কোন উন্নত দেশে এ রকম চাকর-চাকরানী পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত পরিবারে পর্যন্ত এ বিলাসিতা চলে। বাড়িতে স্ত্রী স্নিগ্ধ সান্নিধ্য দ্বারা স্বামী ও তার সন্তানদের মানসিক প্রশান্তি দান করবে এটা শরীআতেরই দাবি। এ দাবি পূরণ করে স্বামীর সম্মতি থাকলে পরিবারের বাইরের দায়িত্ব গ্রহণ করা অবশ্য দূষণীয় নয়।

৫. নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে স্বামীর বাপ-মা ও ভাই বোনদের খেদমতের বোঝা বাড়ির বৌকেই বহন করতে হয়। বৌ তার শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহের বিনিময়ে খুশি মনেই খেদমত করে থাকে। দেবর ও ননদের বাহিনী বাড়ির বৌকে চাকরানীর মতো খাটাতে চাইলে তা যুলুম। যে ননদেরা এদ্দিন বাড়ির কাজ-কর্মে তাদের মায়ের সাথে সহযোগিতা করেছে তারা বৌ আসার পর হাত গুটিয়ে নিলে তা অত্যন্ত অন্যায়। আমাদের দেশে এ কুপ্রথা এখনও চালু আছে।

মোটকথা ইসলাম মানুষের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় দেখতে চায়। তাই আল্লাহ পাক বিয়ে, তালাক ও পারিবারিক জীবনের জন্য এতো বিস্তারিত বিধি-বিধান দিয়েছেন। আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া বিধানকে জানি ও মেনে চলি তাহলে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না, কারো উপরে কোন যুলুমও হবে না। সমাজে যতো কুপ্রথা রয়েছে তা ইসলাম না মানার কারণেই চালু আছে। এরই পরিণামে এত অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা সর্বত্র বিরাজ করছে।

www.amarboi.org

তালাকের বিধান

আল্লাহ তাআলা তালাকের যে বিধান দিয়েছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বিয়ে ভেঙে যাওয়া পছন্দ করেন না। তিনি চান যে, পুরুষ যেন এমনভাবে তালাকের ক্ষমতা ব্যবহার করে যাতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে টিকে থাকে। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন কাজকে হালাল করেননি যা তালাকের চেয়েও খারাপ। অর্থাৎ জায়েয কাজের মধ্যে তালাকই সবচেয়ে খারাপ কাজ।

সূরা তালাকে আল্লাহ পাক তালাক দেবার এমন নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যাতে কথায় কথায় তালাক দেওয়া না হয় বা রাগের মাথায় হঠাৎ করে বিয়ে ভেঙে দেওয়া না হয়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন নয় যে, যখন খুশি তা খতম করে দেওয়া যায়, আবার মনে চাইলেই বহাল করা চলে। বিবাহ বন্ধন কায়েম রাখা ও না রাখার ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থেই সিদ্ধান্ত নেবার দাবি রাখে।

সূরা তালাকের আগে সূরা বাকারার ২২৮ থেকে ২৩০ ও ২৩৪ নং আয়াতে এবং সূরা আহযাবের ৪৯ নং আয়াতে তালাক সম্পর্কে প্রাথমিক বিধান দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা হলো ঃ

১. পুরুষ তার স্ত্রীকে বেশির পক্ষে তিন সময়ে তিনবার তালাক দিতে পারে।

২. প্রথম বার ও দ্বিতীয় বার তালাক দিলে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্বামী ও স্ত্রী যদি চায় তাহলে আবার বিয়ে হতে হবে।

৩. স্বামী যদি ৩ বার তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে তাদের মধ্যে আর বিয়ে হতে পারবে না। অবশ্য এ মহিলার যদি অন্যের সাথে বিয়ে হয় এবং সে যদি বিধবা হয়ে যায় অথবা তার স্বামী যদি নিজের ইচ্ছায় তাকে তালাক দেয় তাহলে ইদ্দতের পর আগের স্বামীর সাথে আবার বিয়ে হতে পারে।

৪. যে মহিলার হায়েয হয় সে যদি একবারও স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন হায়েয। অর্থাৎ তালাকের পর তিনটি হায়েয শেষ হতে হবে।

৫. এক বা দু তালাকের বেলায় তিনটি হায়েয পার হওয়ার আগ পর্যন্ত সে স্বামীর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে বলেই স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিন তালাকের পর যে ইদ্দত শুরু হয় তাতে এ স্বামীর আর কোন অধিকার থাকে না। এ ইদ্দতের উদ্দেশ্য হলো যে অন্য পুরুষ তাকে বিয়ে করতে হলে ইদ্দত শেষ হতে হবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে বিয়ে করতে পারবে না।

www.amarboi.org

৬. যে মহিলা বিয়ের পর একবারও স্বামীর সাথে মিলিত হয়নি তাকে তালাক দিলে ইদ্দত পালন করতে হয় না। ইদ্দত পার হবার আগেই তার আবার বিয়ে হতে পারে।

৭. যে মহিলার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন।

এরপর সূরা তালাকের ১ থেকে ৩ আয়াতে তালাকের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত হেদায়াত দেওয়া হয়েছে ঃ

১. তালাক দিলে ইদ্দতের হিসেব ঠিক মনে রাখবে। তাহলে উদ্দত পার হবার আগে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হিসেবের গোলমাল লাগবে না। ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে চাইলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে না। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে ফিরিয়ে নেবার জন্য আবার নতুন করে বিয়ে হতে হবে। তাই ইদ্দতের হিসেব রাখা খুবই জরুরি।

২. "ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও" আল্লাহ পাকের এ কথাটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো এমন নিয়মে তালাক দাও যাতে ইদ্দতের হিসেব রাখতে অসুবিধা না হয়। এ হুকুমের দাবি পূরণ করতে হলে ঃ

ক. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে না। তালাকের পর ইদ্দত হলো ৩ হায়েয। হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে ঐ হায়েয ইদ্দতের জন্য গনা যাবে না। কারণ হায়েযের এক অংশ পার হয়ে গেছে। তাই তালাক দেবার পর যে হায়েয শুরু হবে সে হায়েয থেকেই গণনা শুরু করতে হবে।

খ. যে তুহরে (হায়েযের পর পাক অবস্থা) স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা হয় সে তুহরেও তালাক দেওয়া যাবে না। কারণ এ সময় গর্ভবতী হলে হায়েয বন্ধ হয়ে যাবে। এতে ইদ্দতের হিসেব রাখায় সমস্যা হবে। ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে হলে সঠিক হিসেব রাখার সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

গ. স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আছে বলে নিশ্চিত হলে গর্ভাবস্থায়ও তালাক দিতে পারে। এতেও ইদ্দত গণনায় সমস্যা হয় না।

ঘ. এক সাথে তিন তালাক দেওয়া যাবে না। কারণ তিন তালাক দিয়ে ফেললে তালাকদাতার জন্য ইদ্দত গণনার দরকারই থাকে না। তিন তালাক হয়ে গেলে ইদ্দতের মধ্যে বা পরে স্ত্রীকে আবার নেবার কোন সুযোগই আর বাকী থাকে না। তাই "ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও" বলে আল্লাহ যে হুকুম দিলেন তা একসাথে তিন তালাকদাতার বেলায় খাটেই না। "ইদ্দতের উদ্দেশ্যে তালাক দাও" কথাটি দ্বারা এক সাথে তিন তালাক না দেওয়ার হুকুমই বুঝা যায়।

www.amarboi.org

৩. এক বা দুই তালাকের বেলায় যেহেতু আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার সুযোগ আছে সেহেতু তালাকের পর স্বামী ও স্ত্রীর এক ঘরেই থাকা উচিত। একে অপরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে একঘরে থাকলে সহজেই মিলমিশ হয়ে যেতে পারে।

৪. অবশ্য যদি এক ঘরে থাকার ফলে ঝগড়া-ফাসাদ হয় ও পারিবারিক অশান্তি বেড়ে যায় বা দু'জনের কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে একত্রে না থাকাই উচিত।

৫. এক বা দুই তালাকের বেলায় ইদ্দত শেষ হবার পূর্বে হয় সুন্দর পরিবেশে আবার বিয়ে বহাল করে নাও আর না হয় ভদ্রভাবেই বিয়ে ভেঙে দাও। কোন ঝগড়া বিবাদ করো না। বিয়ে বহাল করা বা ভেঙে দেওয়ার উভয় ক্ষেত্রেই দুজন সাক্ষী রাখো যাতে স্বামী ও স্ত্রী যে সিদ্ধান্তই নেয় তা পালন না করলে সাক্ষীদের সাহায্যে বিচার করা সহজ হয়।

এ হেদায়াত অমান্য করলে

উপরিউক্ত ৫টি হেদায়াত অবশ্য আইন নয়। আল্লাহ পাক উপদেশ হিসেবেই এ কয়টি বিধান দিয়েছেন। কেউ যদি এসব হেদায়াত পালন না করে এবং অবৈধ নিয়মে তালাক দেয় তাহলেও তালাক হয়ে যাবে। সে আল্লাহর দেওয়া সীমা ও নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং এর জন্য সে শাস্তি পাবে। কিন্তু তালাক অবৈধ হবে না। তালাক দিয়েছে বলেই গণ্য হবে।

আল্লাহর দেওয়া উপদেশমূলক বিধান অমান্য করে যারা তালাক দেয় তাদের ধরন কয়েক রকম ঃ

১. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া।
২. যে তুহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়েছে সে তুহরেই তালাক দিয়ে ফেলা।
৩. একসাথে তিন তালাক দেওয়া।
৪. তালাক দেবার পর বিনা দোষে ঘর থেকে বের করে দেওয়া।
৫. ইদ্দতের হিসেব ঠিকমতো না রাখা।
৬. ইদ্দতের মধ্যে তাকে ভালোভাবে ফিরিয়ে না নিয়ে তাকে জ্বালাতন করার নিয়তে বিয়ে বহালা রাখা।
৭. স্ত্রীকে বিদায় করার সময় লড়াই ঝগড়া করে তাড়িয়ে দেওয়া।
৮. স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার সময় বা বিদায় করার সময় সাক্ষী না রাখা।

এসব অনিয়ম করা সত্ত্বেও আইনত তালাক হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। যারা এ ধরনের সীমালঙ্ঘন করে তারা যে আল্লাহ ও আখিরাতের ধার ধারে না, সে কথাই প্রমাণিত হয় এবং তারা চরম অসভ্যতা ও বর্বরতারই পরিচয় দেয়।

www.amarboi.org

ইদ্দতের সময়সীমা

সূরা তালাকে ৪ ও ৫ নং আয়াতে কয়েক রকম মহিলার ইদ্দতের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

১. যে সব মহিলার হায়েয শুরু হয়নি বা হায়েয স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ইদ্দত তিন মাস।

২. যে গর্ভবতী তার সন্তান প্রসবের সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।

ইদ্দতের অন্যান্য কয়েকটি ধরন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তালাকের পর ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার অধিকার

সূরা তালাকের ৬ ও ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তালাকদাতার উপর তালাকপ্রাপ্তা মহিলার কতক অধিকার বাকী থাকে ঃ

১. ইদ্দতকালে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইচ্ছা করলে তালাকদাতার বাড়িতে থাকতে পারবে এবং ভরণ-পোষণ পাবে। যেহেতু ইদ্দত শেষ না হলে সে মহিলার বিয়ে হতে পারবে না সেহেতু তালাকদাতাই তাকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ ঐ মহিলাকে নিরাশ্রয় হতে দিতে চান না বা আর কারো দয়ার ভিখারি হতে বাধ্য করেন না।

২. গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের খরচ এবং সন্তানকে লালন-পালনের খরচ তালাকদাতাকেই বহন করতে হবে। কারণ সন্তান তারই। সন্তানের মাকেই যদি দুধ খাওয়াতে হয় তাহলে পিতাকেই এর মজুরি দিতে হবে।

তালাকের শরীআতসম্মত পদ্ধতি

তালাক যদিও আল্লাহ পছন্দ করেন না তবু যদি তাঁর কোন বান্দাহ তালাক দিতেই চায় তাহলে যে নিয়মে দেওয়া উচিত তা নিম্নরূপ ঃ

যে তুহরে স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি এমন কোন এক তুহরের মধ্যে এক তালাক দেবে এবং ইদ্দতের হিসেব রাখবে। তালাক দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে একই ঘরে বসবাস করতে থাকবে। তালাকের পর তিনটি হায়েযের সময়সীমার মধ্যে যদি উভয়ের মধ্যে মিলমিশ হয়ে যায় তাহলে বিবাহ টিকে গেলো। যদি তৃতীয় হায়েয পার হয়ে যাবার পর মিলমিশ করতে চায় তাহলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে এবং এর জন্য দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষী রাখতে হবে।

www.amarboi.org

আবার যদি তাদের মধ্যে মনকষাকষি হয় এবং স্বামী তালাক দিতেই চায় তাহলে আবার প্রথম বারের মতোই এক তুহরের মধ্যে আরও একটি তালাক দিবে। ইদ্দত শেষ হবার পর মিলমিশ করতে চাইলে আবার বিয়ে পড়াতে হবে।

শরীআতসম্মত তালাক এ দু'বারই যথেষ্ট। প্রথম তালাকের পর মিলমিশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং দু'জনের সম্পর্কের অবস্থা দেখার পরও আবার দ্বিতীয় তালাক দিতে হলে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে বিয়ে চিরতরে ভেঙে দেবার নিয়তেই তালাক দেওয়া দরকার। ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিয়ে আপনিতেই ভেঙে যাবে। আবার বিয়ে না পড়ান হলেই তালাক কার্যকর হয়ে বিয়ে শেষ হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় তালাকের পর যদি আবার তালাক দেওয়া হয় তাহলে আর কোন অবস্থায়ই এ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তাই তালাকদাতাকে আর ইদ্দতের হিসাব রাখতে হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি প্রথম তালাকের পর ইদ্দতকালের কোন এক তুহরে আরও এক বার তালাক দেয় তাহলেও প্রথম তালাকের পর থেকে যে ইদ্দত চলছে সে ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নিতে হবে, যদি সে তা চায়। দ্বিতীয় তালাক থেকে আবার নতুন করে তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত বিলম্বিত হবে না।

তালাক সংক্রান্ত কুপ্রথা

দীনের ইলমের অভাবে এবং ইসলামী চরিত্র গঠন না হওয়ায় জীবনের সব ক্ষেত্রেই যে বহু রকম কুপ্রথা চালু আছে, তালাকের ব্যাপারেও ঐ একই কারণে কয়েকটি কুপ্রথা প্রচলিত দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলমের মতো নিয়ামত দান করেছেন তারা জুমআর নামাযের সমাবেশে, ওয়াজ-নসীহতের সুযোগে, যখন কোথাও শরীআতবিরোধী নিয়মে তালাক দেওয়া হয় সে উপলক্ষে এবং কাযী সাহেবগণ যখন তালাক রেজিস্ট্রি করেন সে সময় ইসলামের তালাক-বিধি জনগণকে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করলে সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। কুপ্রথাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. রাগের মাথায় তালাক

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে মতবিরোধ, তর্ক বিতর্ক ও মন কষাকষি হয়েই থাকে। স্বামী স্ত্রীর উপর রাগ হলে গালি-গালাজও করতে পারে। কিন্তু রাগ উঠলে তালাক দিয়ে ফেলা কেমন কথা? আসলে কতক জাহেল স্ত্রীকে গালি দেবার জন্য তালাক শব্দের ব্যবহার করেই মনের ঝাল মেটায়। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে তালাকের বাস্তব পরিণাম দেখে পেরেশান হয়।

www.amarboi.org

২. হায়েয অবস্থায় তালাক

স্ত্রী হায়েয অবস্থায় আছে না তুহর অবস্থায় আছে এর পরওয়া না করেই তালাক দিয়ে ফেলা। এটা ঐ রাগেরই কুফল। রাগের সময়তো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

৩. একই সাথে একাধিক তালাক

তালাককে গালি হিসেবে প্রয়োগ করতে গিয়ে এক সাথে তিন তালাক ও বায়েন তালাকই শুধু নয়, শত শত তালাক এবং বহু আবল তাবল কথাও বলে ফেলে। এমনকি তালাক উচ্চারণের সাথে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয়। এটাও রাগেরই বাহাদুরি।

এ কারণেই শরীআত তালাকের ব্যাপারে খুব ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে একবারে এক তালাক দেবার পরামর্শ দিয়েছে। মানুষ রাগত অবস্থায় বিবেকহীন হয়ে এমন কিছু করে ফেলে যা করা মোটেই উচিত হয়নি বলে পরে বুঝতে পারে। হঠাৎ তিন তালাক দিয়ে পরে যখন টের পায় যে কী সর্বনাশ হয়ে গেলো! তখন কিভাবে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে সে তদবীর শুরু করে। তালাকের পর যখন সন্তানদের মা হারাবার অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন পেরেশান হবারই কথা। এ অবস্থায় সবচেয়ে জঘন্য একটি প্রথার আশ্রয় নেওয়া হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'হিলা শরা'।

৪. হিলা শরা

তালাকের পরিণাম বিবেচনা না করে যারা তালাক দেয়, তারা আবার স্ত্রীকে ফেরত পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। এর জন্য মোল্লা-মৌলভী নামধারী কোন অর্থলোভী লোকের সহায়তায় তথাকথিত হিলা শরার আশ্রয় নেয়। শরীআতের একটি আইনের উদ্দেশ্যকে অবহেলা করে ঐ আইনকে খেলনায় পরিণত করা হয়। আল্লাহর আইনে বলা হয়েছে যে, তালাকী মহিলার যদি ইদ্দতের পর আবার বিয়ে হয় এবং এ স্বামীও যদি তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয় অথবা সে যদি মারা যায় তাহলে এ মহিলার সাথে ইদ্দতের পর পূর্ব স্বামীর আবার বিয়ে হতে পারে।

এ আইনকে ফাঁকি দিয়ে তালাকী মহিলাকে কোন পুরুষের সাথে অল্পদিনের জন্য বিয়ে দেওয়া হয় এবং শর্ত করা হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে তাকে তালাক দেবে। এভাবে তালাক দেওয়াবার পর প্রথম তালাকদাতা স্বামী তাকে আবার বিয়ে করে সমস্যার সমাধান করে নেয়। যারা এরকম করে তাদের উপর রাসূল (স) লানত বর্ষণ করেছেন। শরীআতের সাথে এমন শয়তানী খেলা কোন ঈমানদারের পক্ষেই সাজে না।

এ ব্যবস্থা দ্বারা একটা হারাম কাজ স্থায়ীভাবে জারি রাখা হয়। তালাক দেবার নিয়তে যে বিয়ে করা হয় তা শরীআতে বিয়ে বলে গণ্যই হয় না। তাই যে বিয়ে

www.amarboi.org

করে কয়দিন পর তালাক দিলো সে এ কয়দিন যেনায় লিপ্ত হলো। অবশ্য হিলার শয়তানী সত্ত্বেও প্রথম তালাকদাতা তার তালাকী স্ত্রীকে আবার বিয়ে করলে সে বিয়ে হারাম বলে গণ্য হবে না। কিন্তু এমন কাজ আল্লাহর লানতের যোগ্য। কারণ আল্লাহর আইনকে এর আসল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলো।

সুতরাং হিলা শরা কোন শরাই নয়; এটা জঘন্য শয়তানী প্রথা। যারা এ জাতীয় কাজে সাহায্য করে বা সমর্থন দেয় তারা সবাই রাসূল (স)-এর দেওয়া লানতের ভাগী হবে।

৫. সরকারি কুপ্রথা

আইয়ুব কর্তৃক জারিকৃত পারিবারিক আইনে তালাকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ শরীআতবিরোধী ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। ঐ আইন মতে কেউ স্ত্রীকে তালাক দিলে তা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানাবে। চেয়ারম্যান স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষের লোকসহ একটা সালিসী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করবে। মীমাংসার চেষ্টা সফল না হলে তালাক কার্যকর হবে। কমিটিকে চেষ্টা করার সুযোগ দেবার জন্য ৯০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তালাক দেবার ৯০ দিন পার হবার আগে তালাক দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

ইসলাম কোন চেয়ারম্যানের হাতে তালাকের ক্ষমতা দেয়নি। কোন সমিতি বা কমিটির হাতে এ জাতীয় কোন ইখতিয়ার নেই। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে দু'পক্ষের দু'জনকে দিয়ে মিলমিশ করার চেষ্টা করতে আল্লাহ পাক পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তালাকের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। স্বামী যখনই তালাক দেবে তখনি তালাক সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন থেকেই ইদ্দত গণনা শুরু হবে।

স্বামী যদি একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সালিসী কমিটি কী মীমাংসা করবে? যদি এক বা দু'তালাক দেয় তাহলে স্বামী ও স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন মিলমিশ করার চেষ্টা করতে পারে, যাতে বিয়ে ভেঙে না যায়। চেয়ারম্যানের কোন দায়িত্ব এখানে কেমন করে আসলো? অবশ্য উভয়পক্ষ যদি চেয়ারম্যানের কোন সহযোগিতা চায় তাহলে সেটা আইনের আওতায় নয়, সামাজিক প্রয়োজনে হতে পারে।

ঐ আইনে আদালতকেও বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দেবার ক্ষমতা দিয়েছে। এটাও শরীআতসম্মত নয়। ইসলামের অনুসারী দীনী ইলমের অধিকারী বিচারক দ্বারা শরয়ী আদালত কায়েম করা হলে স্বামী বা স্ত্রী আদালতে মামলা করলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার রায় দেবার ক্ষমতা অবশ্য শরীআতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ আদালতের বিচারকদের হাতে এ ক্ষমতা দেওয়া শরীআতসম্মত নয়।

www.amarboi.org

তালাক তিন রকম

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বা বিয়ে ভেঙে দেবার জন্য শরীআতে তিন রকম ব্যবস্থা রয়েছে ঃ

১. স্বামী স্ত্রীকে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে তালাক দিতে পারে। এটাই সাধারণ তালাক বলে পরিচিত।

২. স্বামী ও স্ত্রী আপসে একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়ে তালাকের ব্যবস্থা করতে পারে। এ তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

৩. স্বামীর দেওয়া ক্ষমতা বলে স্ত্রী নিজের উপর নিজেই তালাক প্রয়োগ করতে পারে। এ তালাককে তালাকে তাফবীয বলা হয়।

আমাদের দেশে কাযী সাহেবদের নিকট এ তিন রকম তালাকই রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিয়ে ও তালাক রেজিস্ট্রির গুরুত্ব

কেউ কেউ বিয়ে রেজিস্ট্রি করা পছন্দ করে না। এটা একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ মনে করে।

আল্লাহ তাআলা সফরে পর্যন্ত ধার-কর্জের লেন-দেন লিখে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাক্ষী রাখতেও বলেছেন। নগদ বেচাকেনা ছাড়া সব রকমের লেনদেনই লিখে রাখার জন্য ইসলামে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। সাক্ষীসহ লিখিত দলীল থাকলে পরে কোন সমস্যা দেখা দিলে মীমাংসা করা সহজ হয়। আদালতে মামলা দায়ের করলে ঐ লিখিত দলীলের ভিত্তিতেই বিচারক সঠিক রায় দিতে পারেন।

বিবাহের মতো এতো বড় একটা চুক্তি সাক্ষীসহ লিখিত থাকা আরও বেশি জরুরি। লিখিত দলীলটি যদি রেজিস্ট্রি করা না হয় তাহলে কোন পক্ষ দলীলটিতে কোন পরিবর্তন করলে সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাই বিয়ে, তালাক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি রেজিস্ট্রি করে নেওয়া নিরাপত্তার স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরি।

গরীবদের মধ্যে খরচের ভয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি কম হয়। এতে বিবাহিতা মেয়েদেরই বেশি ক্ষতি হয়। স্ত্রী বা স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে সুবিচার পেতে হলে বিয়ে অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হবে। তালাক রেজিস্ট্রি করা আরও বেশি জরুরি। তালাকী মেয়ের পরবর্তী বিয়ে তালাকের রেজিস্ট্রিকৃত দলীল ছাড়া হওয়াই মুশকিল।

www.amarboi.org

ফারায়েয বা উত্তরাধিকার

আল্লাহ তাআলাই সকল ধন-সম্পদের আসল মালিক। তিনি মানুষকে দুনিয়ায় মালের যে মালিকানা দিয়েছেন তা সাময়িক। যেহেতু তিনিই আসল মালিক সেহেতু তিনিই এ সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার মালিকানায় যে ধন-সম্পদ ও জমিজমা আছে তা কারা কী পরিমাণে পাবে। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে মৃতব্যক্তির ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছেন তারাই শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি আল্লাহর দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে পাবে। মৃতের সম্পত্তি এ নিয়মে ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এ ব্যবস্থাকেই 'ফারায়েয' বলা হয়।

ফারায়েয সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল (স) যে বিধান দিয়েছেন এর জ্ঞান চর্চা করা খুবই জরুরি। রাসূল (স) এ বিষয়ে জানা ও অন্যকে জানাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মৃত ব্যক্তি যে ধন-সম্পদ, জমিজমা ইত্যাদি রেখে যায় তাকে মীরাসী সম্পত্তি বলে। মীরাস মানে উত্তরাধিকার। মৃত ব্যক্তির যেসব আত্মীয়ের এতে হক রয়েছে তাদেরকে ওয়ারিস বলে।

মীরাসের মূলনীতি

১. কোন ব্যক্তি জীবিত থাকাকালে কেউ তার সম্পত্তির ওয়ারিস বলে গণ্য হয় না। সে মারা যাবার পরই শুধু ওয়ারিস হবার সুযোগ হয়।

২. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে যারা জীবিত থাকে তারাই শুধু ওয়ারিস হয়। কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত গণ্য করে ওয়ারিস বানানো যায় না।

৩. মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কাফন ও দাফনের জন্য খরচ করতে হবে।

৪. এরপর তার কোন ধার কর্জ থাকলে তা আদায় করতে হবে।

৫. তারপর যে সম্পদ বাকি থাকে এর তিন ভাগের একভাগ থেকে মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত বা উইল (যদি থাকে) এর হকদারকে দিতে হবে।

৬. ওয়ারিসসূত্রে যারা সম্পত্তি পায় তাদের পক্ষে কোন ওসীয়ত করা চলবে না। ওয়ারিসদের পাওনা শরীআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাদের কারো পক্ষে ওসীয়ত করা হলে সে তার পাওনার বেশি পেয়ে যাবে এবং এর ফলে অন্য ওয়ারিসদের অংশ কম হয়ে যাবে। এ অবিচারের কোন অনুমতি নেই।

www.amarboi.org

৭. কোন ওয়ারিসকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করারও অধিকার নেই। অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেও পিতার মৃত্যুর পর সে ওয়ারিস হিসেবে সম্পত্তি পাবে। আল্লাহর দেওয়া হক বাতিল করার ক্ষমতা কারো নেই।

৮. কোন নাজায়েয কাজের জন্য ওসীয়ত করা হলে তা বাতিল গণ্য হবে।

ওয়ারিসের প্রকার ঃ ওয়ারিসদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১. যুল-ফারায়েয

যাদের অংশ কুরআনেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোন অবস্থায়ই তাদের অংশ কমবেশি করা চলবে না। তাদের অংশ দেবার পর বাকি সম্পত্তি অন্য আত্মীয়রা পাবে।

যুল-ফারায়েয হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানী, কন্যা, পুত্রের কন্যা, পূর্ণবোন, বৈমাত্রেয় বোন, আপন ভাই ও আপন বোন। এ ১২ জনের মধ্যে ৮ জনই মহিলা। এদের সবাই অবশ্য সব অবস্থায়ই সম্পত্তি পায় না। যেমন মৃতের ছেলে-মেয়ে থাকলে তার ভাই-বোন ওয়ারিস হয় না। কিন্তু যখনই এদের কেউ ওয়ারিস হয় তখন কুরআনে দেওয়া নির্দিষ্ট অংশই পায়। এ ওয়ারিসদের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী, পিতা ও মাতা এবং কন্যা কোন অবস্থায়ই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। অন্যান্যরা কখনো পায় কখনো পায় না।

২. আসাবাহ

ঐ সব ওয়ারিসকেই আসাবাহ বলে, যাদের অংশ কুরআনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হলেও এরা অবশ্যই সম্পত্তি পায়। বরং এরা যুল-ফারায়েয থেকে বেশিই পায়। যেমন পুত্র। যুল-ফারায়েযের অংশ দেবার পর বাকি সবটাই এরা পায়। পুত্র থাকলে কন্যাও আসাবাহ-এর মধ্যে গণ্য।

আসাবাহ হচ্ছে পুরুষ মাধ্যমে আত্মীয়ের মধ্যে পিতা, পুত্র, ভাই ও চাচা এবং মহিলাদের মধ্যে মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, পূর্ণ বোন ও বৈমাত্রেয় বোন। এরা সবাই সব অবস্থায় ওয়ারিস হয় না। কিন্তু পিতা ও পুত্র কোন অবস্থায়ই বঞ্চিত হয় না।

৩. যুল-আরহাম

আরহাম শব্দটি রেহম থেকে তৈরি। রেহম অর্থ জরায়ু। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কের ঐ সব আত্মীয়, যারা যুল-ফারায়েয ও আসাবাহ নয় বটে; কিন্তু ঐ দু'প্রকার ওয়ারিস না থাকলে তারা ওয়ারিস হয়। যেমন– কন্যার সন্তান, সৎ দাদা-দাদী, বোনের সন্তান।

www.amarboi.org

মীরাস বণ্টনে কুপ্রথা

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না থাকায় সমাজে কয়েকটি কুপ্রথা চালু আছে, যা শরীআতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

১. মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাগণ মৃতের সম্পত্তির নিশ্চিত ওয়ারিস। কোন অবস্থায়ই তাদের অংশ বাতিল হয় না। কিন্তু মৃতের পুত্রগণ সম্পত্তি বণ্টনের সময় তাদের বোনদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। এটা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। বোনেরা স্বামীর বাড়িতে ভালো অবস্থায় আছে এ অজুহাতই তারা দেখায়। বোনরাও লজ্জায় বা ভাইদের দরদে অনেকেই আপত্তি করে না। এ কুপ্রথা সম্পূর্ণ শরীআতবিরোধী। বোনরা দূরে থাকে বলে জমি-জমাতে দখল পাওয়াও সহজ নয়। যদি ভাইয়েরা আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচতে চায় তাহলে তাদের বোনদের ন্যায্য হিস্যা দেওয়া উচিত। যদি কোন বোন সম্পত্তির কোন অংশ ভাইকে দান করে তাহলে তা খুশি মনে দলীল করে দেওয়া উচিত। বোনের উপর চাপ সৃষ্টি করে দান আদায় করা হলে শরীআতবিরোধী কাজ হবে।

২. পিতা জীবিত থাকাকালেই সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিলে ফারায়েয হিসেবে সমান অংশ দিতে হবে। একজনকে কম ও অন্যজনকে বেশি দিতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। অথচ এরকম অন্যায় বণ্টন প্রথা সমাজে চালু আছে।

৩. মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়তের মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে সম্পত্তি লিখে দেওয়া জায়েয নয়। অথচ এ ধরনের ওসীয়ত করা হয়ে থাকে।

৪. ইসলামে ওসীয়তের বিধান ও তাকীদ থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়দের মধ্যে ঐ সব অভাবগ্রস্ত লোক, যারা ওয়ারিসসূত্রে সম্পত্তি পায় না তাদের পক্ষে ওসীয়ত করা হয় না। এটা একটা জঘন্য অন্যায়। ওসীয়তের রেওয়াজ ব্যাপকভাবে চালু হওয়া প্রয়োজন। আইন করে হলেও ওসীয়তের রীতি জনগণের মধ্যে প্রচলিত করা উচিত। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এটাকে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। ওয়ায মাহফিল ও জুমআর খুতবায় এ বিষয়ে নসীহত করা দরকার।

পিতৃহীন নাতি-নাতনীর জন্য দাদাকে, বিধবা অসহায় বোনের জন্য ভাইকে, রুগ্ন দরিদ্র ভাইয়ের জন্য ভাইকে ওসীয়ত করার তাকীদ দেওয়া কর্তব্য। বিধবা, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত লোক আত্মীয় না হলেও তাদেরকে সাহায্য করার জন্য

www.amarboi.org

ইসলাম কত তাকীদ দিয়েছে। এর জন্য আল্লাহ পাক ও তার রাসূল (স) বিরাট পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ থাকা তো এমনিতেই স্বাভাবিক।

সাধারণত দেখা যায় যে, পিতৃহীন নাতী-নাতনীদের জন্য দাদার মহব্বত বেশিই থাকে। মৃত পুত্রের সন্তানদের জন্য পিতার গভীর দরদ থাকারই কথা। কিন্তু ঐ ইয়াতীমদের চাচারাই তাদের পিতাকে ওসীয়ত করতে বাধা দেয়। এমনকি ইয়াতীম নাতী-নাতনীদের জন্য ওসীয়ত করে গেলেও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চায় না। এ বিষয়ে আইন ও সরকারকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আইয়ুবী পারিবারিক আইনে ইয়াতীম নাতী-নাতনীর সমস্যা

দাদা জীবিত থাকাকালে পিতার মৃত্যুর কারণে যে নাতী-নাতনীরা ইয়াতীম হয়ে পড়ে তারা মীরাসী আইন অনুযায়ী দাদার সম্পত্তিতে ওয়ারিস হয় না। এ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে আইয়ুব আমলে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে আজব ধরনের সমাধান পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ইয়াতীমের পিতা জীবিত থাকলে যে হিস্যা পেতো তা ইয়াতীমরা পাবে। অর্থাৎ ঐ মৃত ব্যক্তি জীবিত আছে বলেই ধরে নিতে হবে। ঐ আইন প্রণেতারা আল্লাহর আইনের উপর হাত দিয়ে কত বড় জটিলতা সৃষ্টি করেছেন তা বুঝতে সক্ষম হননি। তারা মনে হয় ইয়াতীমদের জন্য স্বয়ং আল্লাহর চেয়েও বেশি দরদি সেজেছেন। অথচ ওসীয়তের মাধ্যমে যে এ সমস্যার সহজ সমাধান করা যায় সে চিন্তা করার যোগ্যতা তাদের হয়নি।

মৃত মানুষকে জীবিত ধরার এ নীতি শুধু এ এক ক্ষেত্রেই কেন অবলম্বন করা হবে? আরও অনেক ব্যাপারেই যদি এ নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? খোদার উপর খোদকারী করা ঈমানদারদের কাজ হতে পারে না।

ইসলামের পারিবারিক আইন পূর্ণাঙ্গ কেন?

আল্লাহ তাআলা কেন পারিবারিক বিধান এমন পূর্ণাঙ্গভাবে দিলেন যে, নতুন আইন রচনার কোন সুযোগ ও প্রয়োজনই বাকি রইলো না, সে বিষয়টা সত্যিই গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিয়ে, তালাক ও ফারায়েয সম্পর্কে ইসলাম যে বিস্তারিত বিধান দিয়েছে এর কোন তুলনা নেই। এমন সুন্দর ইনসাফপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষাকারী বিধান একমাত্র মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষেই দেওয়া

www.amarboi.org

সম্ভব। যিনি সকল সৃষ্টির জন্যই নির্ভুল বিধান রচনা করেছেন তিনিই এমন চমৎকার পারিবারিক আইন দেবার ক্ষমতা রাখেন। গত প্রায় দেড় হাজার বছরের মধ্যে এ আইনে সামান্য ত্রুটিও কেউ বের করতে পারেনি। তাই এ শাশ্বত আইন সংশোধনেরও প্রয়োজন হয়নি।

পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও সন্তান, মাতা ও সন্তান, ভাই ও বোন, ভাই ও ভাই, বোন ও বোন, দাদা ও নাতী-নাতনী, দাদী ও নাতী-নাতনী ইত্যাদি এমন ধরনের সম্পর্ক যা প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ. দয়া, মায়া ইত্যাদি আবেগময় অনুভূতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন তাদের মধ্যে মহব্বতের সম্পর্ক বহাল থাকে তখন একে অপরের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু মহব্বতের বন্ধন কোন কারণে ছিন্ন হয়ে গেলে একে অপরের চরম দুশমনও হয়ে যেতে পারে। তখনো তারা আহত আবেগ দ্বারাই তাড়িত হয়ে একে অপরের ক্ষতি সাধন করতেও পরওয়া করে না। উভয় অবস্থায়ই আবেগ তাদেরকে আইনের সীমা লংঘন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাই পরিবারের মতো সূক্ষ্ম ও জটিল সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করার যোগ্যতা মানুষের নেই বলেই মানবজাতির স্রষ্টা স্বয়ং বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আইন রচনা করে তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছেন। এটা আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী।

যুগে যুগে এ আইনে পরিবর্তনের দাবি যারাই করেছে তারা কেউ আল্লাহর দীনকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ ও পালন করেনি। কোন আলেম ও দীনদার ব্যক্তি এ আইনে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। যারা ইসলামের ধারই ধারে না এবং আল্লাহর দাসত্ব করার প্রয়োজনই মনে করে না তারা মুসলিম পিতামাতার ঘরে পয়দা হয়ে মুসলিম নাম ধারণ করার সুযোগ নিয়ে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস দেখাচ্ছে। সরকার পরিচালকগণ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল হওয়ার কারণে এ জাতীয় বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বলেই এদের এতো বড় ধৃষ্টতা দেখাবার হিম্মত হয়েছে।

শতকরা ৯০ জন মুসলমানদের এ দেশটিতেও ইসলাম আজ ইয়াতীমের মত অসহায় হয়ে আছে। যদি সত্যিকার ঈমানদার লোকদের হাতে দেশের ক্ষমতা থাকতো তাহলে ইসলামের এ দশা হতো না। তাই আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য সকল ঈমানদারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.amarboi.org

মুসলিম মা বোনদের দায়িত্ব

পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা (?) ও ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী এক শ্রেণীর পথভ্রষ্টা মহিলার নেতৃত্বে ইসলামের মহান পারিবারিক বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। নারী অধিকারের দোহাই দিয়ে নারী সমাজকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে চাইছে। অথচ নারীকে সত্যিকার মুক্তি ইসলামই দিয়েছে এবং নারীর যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় বিধান একমাত্র ইসলামেই রয়েছে।

কিন্তু এর পক্ষে যত যুক্তিই পেশ করা হোক যদি একদল শিক্ষিতা মুসলিম মহিলা আল্লাহর দেওয়া বিধানের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন না করেন তাহলে নারী সমাজকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ বিষয়ে যত বলিষ্ঠ যুক্তিই পেশ করেন না কেন তা পুরুষদের পক্ষ থেকে পরিবেশন করা হয় বলে স্বার্থবাদীরা এ অপপ্রচার চালাবার চেষ্টা করে যে, নারীর অধিকার খর্ব করাই পুরুষদের উদ্দেশ্য।

শিক্ষিতা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আল্লাহ পাক যাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা করার তাওফীক দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনেও যারা ইসলামকে মেনে চলার চেষ্টা করেন তাদের উপর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম ও কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের সুযোগ নেই বলে মহিলারা শিক্ষিতা হয়েও আল্লাহর দীনকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে জানবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হন। অথচ মনের দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে মহিলারাই আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে বেশি ভক্তি শ্রদ্ধা করেন।

প্রগতির দাবিদার এক শ্রেণীর বে-দীন মহিলার হামলা থেকে আল্লাহর দীনকে হেফাযত করার দায়িত্ব দীনদার মহিলাদেরকেই পালন করতে হবে। ইসলামের পারিবারিক বিধানই যে সত্যিকারভাবে নারী সমাজের অধিকার বহাল করে সে বিষয়ে প্রত্যয় সৃষ্টি করাই তাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির স্বার্থে এ মহান দায়িত্ব পালনে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.amarboi.org

কামিয়াব প্রকাশন-এর বই

কামিয়াব প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ একদামে বিক্রি করা হয়

ফিকহুস সিরাত (অনূদিত)	-মুহাম্মদ আল গাযালী আল মিসরী	২০০.০০
জীবনে যা দেখলাম (প্রথম খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
জীবনে যা দেখলাম (দ্বিতীয় খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
জীবনে যা দেখলাম (তৃতীয় খণ্ড)	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১২০.০০
মযবুত ঈমান	-অধ্যাপক গোলাম আযম	৭.০০
জীবন্ত নামায	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১০.০০
আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১০.০০
সিরাতুন্নবী (স) সংকলন	-অধ্যাপক গোলাম আযম	১৫.০০
রাষ্ট্র-ক্ষমতার উত্থান পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা	-অধ্যাপক গোলাম আযম	৫.০০
কুরআনের পরিভাষা	-ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	৯০.০০
মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ইমাম গাযালীর অবদান	-ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	৬০.০০
আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী	-ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৪০.০০
শব্দ ধানুকী নজরুল	-শাহাবুদ্দিন আহমদ	১৪০.০০
নজরুলের নানান দিক	-শেখ দরবার আলম	১৬০.০০
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি	-আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	৮০.০০
আশারাহ মুবাশ্শারাহ	-এ জেড এম শামসুল আলম	১১০.০০
চাকরী পদোন্নতি ও পেশাগত সাফল্য	-এ জেড এম শামসুল আলম	১১০.০০
আধুনিক ব্যাংকিং	-ইকবাল কবির মোহন	১৬০.০০
সাইয়েদ কুতুব। জীবন ও কর্ম	-আব্দুকাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	১০০.০০
আল মুনীর সিয়াম স্মারকগ্রন্থ	মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন সম্পাদিত	৬০.০০
মানুষের শেষ ঠিকানা	-আব্দুকাইয়ান মুহাম্মদ ইউনছ	১৪০.০০
ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ইহতিসাব	মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন	২৫.০০
হিমালয় দুহিতার উচ্চতায়	-সালমান আযামী	৪০.০০
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	৪৬০.০০
বেসরকারি কলেজ ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	২২০.০০
বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	১৪০.০০
বেসরকারি মাদরাসা ব্যবস্থাপনা	-মোহাম্মদ শাহ আলম	১২০.০০
দেশ সমাজ রাজনীতি	-শাহ আব্দুল হান্নান	১০০.০০
ইবনে বতুতার সফরনামা	-মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত	১২০.০০
যমুনার ধারা বহে	-মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস	১০০.০০
ইসলামী ম্যানিউআল	-মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	২০০.০০
হযরত মুহম্মদ (স) ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ (অনূদিত)	-ডক্টর এম এ শ্রীবাস্তব	৩৫.০০
পরকাল ও তার প্রমান	সৈয়দ হামিদ আলী	৩০.০০
মাসাইল সংকলন	-মুহাম্মদ হিফযুর রহমান	১০০.০০